AME (ICT RTHD)
02/04/2018.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৭-১৫৬

তারিখঃ ১৮ চৈত্র ১৪২৪
০১ এপ্রিল ২০১৮

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (**dsadmin2@rthd.gov.bd**) ঠিকানায় আগামী ০৫/০৪/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

০১/০৪/২০১৮

(মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dsadmin2@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭. যুগ্মপ্রধান, প্ল্যানিং সেল, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৮. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মেকানিক্যাল/টেকনিক্যাল সার্ভিস, সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ জোন
১০. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১১. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১২. এস্টেট ও আইন অফিসার, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
১৩. উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৬. সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৭. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৮. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)
২১. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৪ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হল।</td><td>-</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ফেব্রুয়ারি'১৮ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">জানুয়ারি' ১৭ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">ফেব্রুয়ারি'১৮ মাস পর্যন্ত আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৮</td><td>-</td><td>০৮</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>০৮</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>১৬</td><td>০১</td><td>১৭</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১৭</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৫৩</td><td>০২</td><td>৫৫</td><td>০৩</td><td>-</td><td>০৩</td><td>৫২</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>৭৭</td><td></td></tr>
</table>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে জানুয়ারি ২০১৮ মাস পর্যন্ত ০৮টি মামলা চলমান ছিল। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সময়ে কোনো মামলা নিষ্পত্তি এবং রুজু না হওয়ায় চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৮টি। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জনান ৮টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে ১ নিষ্পত্তি পর্যায়ে, ২টি পিএসসি তে মতামতের জন্য এবং ৫টি তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ বিভাগের চলমান ০৮টি মামলাসহ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার বিভাগীয় মামলার ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভাপতি গুরত্বারোপ করেন এবং তদন্ত পর্যায়ের মামলাগুলো তদন্ত শেষ করে দ্রুত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, ১ বছরের অধিক সময়ের প্রেন্ডিং মামলাগুলো গুরুত্বসহকারে দেখার জন্য অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধানদের অনুরোধ করেন।</td><td>ক. বিভাগীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি অব্যাহত রাখতে হবে।
খ. বিআরটিসি'র ১ বছরের অধিক পুরানো মামলাসমূহের তালিকা পেন্ডিং থাকার কারণ উল্লেখসহ আগামী ২৫/০৩/২০১৮ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td><u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="7">ফেব্রুয়ারি'১৮ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ৩১টি মামলা এ বিভাগে প্রক্রিয়া করে দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সওজ অধিদপ্তরে প্রেরিত নতুন মামলা ০৫টি এবং পুরাতন ২৪টি। বিআরটিসিতে প্রেরিত নতুন মামলার সংখ্যা ০২টি</td><td></td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩১২৯</td><td>০৫</td><td>৩১৩৪</td><td>০৪</td><td>০৪</td><td>০০</td><td>৩১৩০</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২২৭</td><td>০০</td><td>২২৭</td><td>০১</td><td>০১</td><td>০০</td><td>২২৬</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৮৭</td><td>০২</td><td>৮৯</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>৮৯</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৪৪৪</td><td>০৭</td><td>৩৪৫১</td><td>০৫</td><td>০৫</td><td></td><td>৩৪৪৬</td><td></td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক. যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) সভায় জানান যে, (১) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। মামলার কার্যক্রম পরিচালনা, ডাটা বেইজ হালনাগাদ ও করনীয় বিষয়ে গত ০১/০৩/২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব সভাকে অবহিত করেন সভাটি খুবই ফলপ্রুস হয়েছে। সভায় মাঠ পর্যায়ে মামলা পরিচানায় এবং সংখ্যার যে তারতম্য রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের অনেক মামলার তথ্য হালনাগাদ নেই। হালনাগাদ করলেও তা খুবই ধীরগতিতে হচ্ছে। মামলা নিষ্পত্তি হলেও ডাটাবেইজ হতে তা বাদ দেয়া হচ্ছেনা। সভায় প্রত্যেক সড়ক বিভাগকে ০১ মাসের মধ্যে এবং এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণকে ৩ মাসের মধ্যে মামলার তথ্য হালনাগাদ করার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া, মামলা সংক্রান্ত সফটওয়ারটি এ বিভাগের সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্টকে হালনাগাদ করার জন্য ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং সে অনুযায়ী অগ্রগতি ফলোআপ করার বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(১) ক. মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (১) খ. ০১/০৩/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে এবং অগ্রগতি ফলোআপ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব /অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(২) ক. যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) কনটেম্পট মামলা সম্পর্কে সভায় জানান যে, জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরের ২৪টি কনটেম্পট মামলা ছিল। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে ০১টি মামলা রুজু এবং কোন মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় কনটেম্পট মামলার সংখ্যা দাড়ায় ২৫টি। নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে কনটেম্পট মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরকরণসহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। খ. কনটেম্পট মামলার বকেয়া পরিশোধের অর্থ বরাদ্দ চেয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে এবং মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(২) ক. কনটেম্পট মামলাগুলোকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে। খ. বকেয়া সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলার বকেয়া পরিশোধের জন্য অর্থ বরাদ্দ চেয়ে প্রধান প্রকৌশলীকে মন্ত্রণালয়ে এবং মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বিভাগে পত্র দিতে হবে।	
	(৩) যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) জানান, প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে ১ম শ্রেণির ১১টি (সওজ ০৯টি, বিআরটিএ ০২টি) এবং ২য় ও ৩য় শ্রেণির ১৬টি (সওজ ১১, বিআরটিএ ০৫টি) মামলা রয়েছে। ফেব্রুয়ারি'১৮ মাসে ২য় ও ৩য় শ্রেণির ১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৫টি। মামলাগুলো পরিচালনার জন্য আইনজীবীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মামলার কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।	(৩) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ২৬টি মামলা নিয়মিত Followup করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, আদালতে জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিএ'র ২২৭টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে কোন মামলা রুজু না হওয়ায় এবং ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় মোট মামলার সংখ্যা ২২৬টি। বিআরটিএ'র চলমান পেন্ডিং মামলা কেস টু কেস Verify করে দেখার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিকে তাগিদ দেয়া হয়েছে।	কেস টু কেস Verify করে আগামী সভার পূর্বে অত্র বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান যে, বিআরটিসি'র গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞ আদালতে জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৭টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে ০২টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং কোন মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ৮৯টি। বিআরটিসি'র স্বার্থ রক্ষার্থে জোয়ার সাহারা বাস ডিপোর জায়গা নিয়ে চলমান মামলাটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	(১) গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের নিষ্পত্তি কার্যক্রমে অগ্রাধিকার দিয়ে মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) জোয়ার সাহারা বাস ডিপোর জায়গা নিয়ে চলমান মামলাটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ : নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান যে, সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে মামলা পরিচালনার জন্য ডিটিসিএ'র পক্ষে সরকারি আইনজীবীর পাশাপাশি বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগের জন্য ১৯/০২/২০১৮ তারিখ পুনরায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখায় ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	আইন ও বিচার বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৮	৫	৩	-	-	৮	-	৮
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪৫৮	১,১৫২	৫,৬৯৫	৬১১	৪৭ (অঃ)	৭,৫০৫	০৬ (সাঃ) ০৯ (অঃ) ০১ (খঃ)	৭,৪৮৯
ডিটিসিএ	৩৩	২১	১১	১	-	৩৩	০১ (অঃ)	৩২
বিআরটিসি	৩,৭৯৮	২,৫৬৭	১,১৪০	৯১	-	৩,৭৯৮	-	৩,৭৯৮
বিআরটিএ	২৬৫	৫০	২১৫	-	-	২৬৫	-	২৬৫
মোট	১১,৫৬২	৩,৭৯৫	৭০৬৪	৭০৩	৪৭	১১,৬০৯	১৭	১১,৫৯২

উপসচিব (অডিট) জানান যে, জানুয়ারি ২০১৮ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৫৬২। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে ৪৭টি (সওজ অধিদপ্তরের) অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং ১৭টি (সওজ অধিদপ্তরের ১৬টি এবং ডিটিসিএ ০১টি) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৫৯২টি (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ০৮, সওজ অধিদপ্তর-৭,৪৮৯, ডিটিসিএ-৩২, বিআরটিসি-৩,৭৯৮ ও বিআরটিএ-২৬৫)।

(ক) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে অডিট আপত্তির সংখ্যার সমন্বয় করার লক্ষ্যে বিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০৩টি অগ্রিম অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব ইতোমধ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ এবং অগ্রিম অডিট আপত্তি যাচাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ কাজ চলমান রয়েছে।

(ক) ১. অডিটি আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

২. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

৩. দপ্তর/সংস্থার অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ এবং অগ্রিম অডিট আপত্তি যাচাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল সড়ক বিভাগ)

(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে ২৫ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে বিআরটিএ'র একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অডিট আপত্তি সংক্রান্ত ডাটাবেইজটি হালনাগাদকরণের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হবে।

(খ) দ্রুত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত সংশোধিত ডাটাবেইজটির ওপর একটি উপস্থাপনা আয়োজন করতে হবে।

(গ) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রয়েছে। বিবেচ্যমাসে সওজ অধিদপ্তরের ০২টি দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ১৮টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১৮টি অনুচ্ছেদই নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরে ০৩টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ৩৮টি অনুচ্ছেদ আলোচিত হয়। তন্মধ্যে ২৯টি অনুচ্ছেদ নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভার জন্য বিআরটিএ হতে কোন কার্যপত্র প্রেরণ করা হয়নি। সভাপতি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রাখা এবং বিআরটিএ হতে দ্রুত কার্যপত্র প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করেন।

(গ) ১. দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রাখতে হবে।

২. বিআরটিএ হতে ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি বৃদ্ধির বিষয়টি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা হয়েছে। গতানুগতিক ২/১টি ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। তাই অধিক সংখ্যক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আগামী এপ্রিল-মে ২০১৮ মাসে বিশেষ উদ্যোগ (ক্র্যাস প্রোগ্রাম) গ্রহণ করে আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে মহাপরিচালক পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে আলাপ হয়েছে মর্মেও অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন।

(ঘ) অডিট আপত্তির সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আগামী এপ্রিল-মে ২০১৮ সময়ে কয়েকটি অডিট টীম গঠন করে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ক্র্যাস প্রোগ্রামের আয়োজন করতে হবে।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	জানুয়ারি'১৮ মাস হতে আগত পেন্ডিং কেইস	ফেব্রুয়ারি'১৮ মাসে আগত	মোট অনিস্পন্ন	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১৮	০১	১৯	০১	১৮	
বিআরটিসি	৬৮	১০	৭৮	-	৭৮	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	৯০	১১	১০১	০১	১০০	

ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের অনিস্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ০৪টি। উক্ত ০৪টি অনিস্পন্ন পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে ০৩টি ও সিভিল আদালতে মামলা জনিত কারণে ০১টি পেনশন কেইস অনিস্পন্ন রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইস নিস্পত্তির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের নিমিত্ত অর্থ বিভাগ হতে পূর্বের ন্যায় সুদমুক্ত ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে ১,২০,৭৫০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	(খ) ১. বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের নিমিত্ত অর্থ বিভাগ হতে পূর্বের ন্যায় সুদমুক্ত ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২. ক্যাটাগরি ভিত্তিক পেন্ডিং তালিকা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮** যুগ্মসচিব (অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ) জানান, **খসড়া সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ভেটিং পর্যায়ে নথিটি এ বিভাগে ফেরত পাওয়া যায়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী খসড়া আইনটি সংশোধন/পরিমার্জন করে ২৭/১১/২০১৭ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ০৪/০১/১৮ তারিখে মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং ১৬/০১/২০১৮, ২২/০১/২০১৮, ২৮/০১/২০১৮, ১০/০২/২০১৮ ও ৬/০৩/২০১৮ তারিখে সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সভাপতিত্বে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	**খসড়া সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮** এর ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ যুগ্মসচিব (অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ অধিশাখা)
	খ. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি) জানান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়ার ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত আইন সংক্রান্ত কমিটির ২৬/০৯/২০১৭ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯/০২/২০১৮ তারিখে উক্ত কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্ব খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় আইনটি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য ০৮/০৩/২০১৮ তারিখে চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আগামী ২৫/০৩/২০১৮ তারিখের মধ্যে বিআরটিসি হতে খসড়া আইনটি এ বিভাগে প্রেরণের ওপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্ব খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়া এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	গ. ফেরী ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮ যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, **ফেরী ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮** প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা গত ১৫/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রিপোর্ট প্রণয়নের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	ফেরী ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদন অননুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থান)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঘ. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, নীতিমালাটি গত ১৫/০১/২০১৮ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত নীতিমালা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য গত ২২/০২/২০১৮ তারিখে উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিআরটিএ কর্তৃক উক্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	(১) নীতিমালা বাস্তবায়নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যার কাজ চলছে। গত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশে মাহসড়কের পার্শ্বে রোপিত কোন্ কোন্ প্রজাতির গাছ মারা গেছে তাঁর তালিকা চেয়ে সকল সড়ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৫/০৩/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ১০ টি সড়ক বিভাগের তালিকা পাওয়া গেছে। অবিশিষ্ট সড়ক বিভাগের তালিকা সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তিনি আরো অবহিত করেন, ঠিকাদারের সাথে চুক্তি অনুযায়ী মৃত গাছের পরিবর্তে নতুন গাছ রোপন করা না হলে এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত না হলে ঠিকাদারদের অর্থ পরিশোধ করা হবে না। সভাপতি ২৫ মার্চ ২০১৮ এর মধ্যে তালিকা সংগ্রহ করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, মাহসড়কের পার্শ্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বৃক্ষরোপন করার বিষয়েও প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) ১. ঠিকাদার কর্তৃক ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে। ২. মহাসড়কে রোপিত কোন্ কোন্ প্রজাতির গাছ মারা গিয়েছে তার তালিকা সকল সড়ক বিভাগ হতে সংগ্রহ করে ২৫ মার্চ ২০১৮ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৩. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ ও তাঁর অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের আওতায় রোপিত গাছ পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী মাহসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ উপসচিব (জিএফডিপি)/ মনিটরিং টীম (ঢাকা/নরসিংদী/ গাজীপুর)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট)
	(খ) রোপিত তাল গাছ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের নারিকেল গাছের পরিচর্যার কাজ চলমান রয়েছে। নার্সারীতে তালবীজ উৎপাদন করার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ৮,০০০ টি তালবীজ লাগানো হয়েছে। তালবীজ থেকে চারা হওয়ার পর তা যথাসময়ে রোপণ করা হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	(খ) রোপিত তালগাছ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের নারিকেল গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। নার্সারীতে উৎপাদিত গাছ যথাসময়ে রোপন করে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ময়মনসিংহ)
	(গ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দিয়ে পত্র প্রেরণ করেছেন।	(গ) সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	
৮.	**সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা:** পরিদর্শন বাংলোর যথাযথ ব্যবহার ও দখলে রাখা এবং অফিস ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার এজেন্ডাগুলো রুটিন কাজের আওতাভুক্ত। তই সমন্বয় সভার কার্যপত্র থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।	সভার কার্যপত্র থেকে বাদ দিতে হবে	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	পরিদর্শন বাংলোর যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে নীতিমালা ও ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ: **প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান-** ক. পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলো ব্যবহারের নীতিমালা হালনাগাদ করণের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট মতামত/সুপারিশমালা দাখিল করার নিমিত্ত সওজ অধিদপ্তরে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে কমিটিকে আগামী সভায় সুস্পষ্ট মতামত/সুপারিশমালা দাখিলের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক. আগামী সভার পূর্বে পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলো ব্যবহারের নীতিমালা হালনাগাদ করণের প্রস্তাব অত্র বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলোর ডাটাবেইজ হালনাগাদ করণের কাজ শেষ হয়েছে। শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	খ. পরিদর্শন বাংলো/ অফিস কাম পরিদর্শন বাংলোর ডাটাবেইজ আগামী সভার পূর্বে অত্র বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	
	গ. ভূমি লীজ/বরাদ্দ/হস্তান্তর চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগের ফেরিঘাটের সন্নিকটের জায়গাটি বিআরটিসি'র অনুকূলে লীজ/বরাদ্দ দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে প্রধান প্রকৌশলী বরাবর গত ১৯/০২/২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। বর্ণিত পত্রের আলোকে নির্বাহী প্রকৌশলী ময়মনসিংহ এর সাথে যোগাযোগ করা হলে উক্ত অফিসের সার্ভেয়ার ও সদর সার্ভেয়ারসহ বর্ণিত জায়গাটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় বিআরএস নক্সা অনুযায়ী জমিটি খাসজমি হিসাবে দেখানো হয়েছে। জেলা ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে সার্ভেয়ার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে জায়গাটি পুনরায় সরেজমিনে যাচাই-বাছাই করে জমির মালিকানা নির্ধারণ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগের ফেরিঘাটের সন্নিকটের জায়গাটি জেলা ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে সার্ভেয়ার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে জায়গাটি পুনরায় সরেজমিনে যাচাই-বাছাই করে জামির মালিকানা নির্ধারণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** সহকারী সচিব (সম্পত্তি) এবং এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ জানান- (ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধভাবে স্থাপিত স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠপর্যায়ে সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(খ) ১. সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, খুলনা জোনের আওতাধীন বিভিন্ন মহাসড়কের ভূমি, গাছপালা ও সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে ২৩/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিস্ট সকলের নিকট কার্যবিবরণী প্রেরণ করা হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়কের মালিকানা নিয়ে জেলা পরিষদ ও পৌরসভার সাথে যে বিরোধ রয়েছে তা নিরসনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত সওজ অধিদপ্তরের যে সকল তথ্যাদি/দলিলপত্র রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক জরুরী ভিত্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর বরাবর ০৫/০৩/২০১৮ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে।	(খ) ১. খুলনা জোনের আওতায় ভূমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে ২৩/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/আইন) এবং সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	২. প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অধিদপ্তর ও জেলা পরিষদের মধ্যে মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব/জটিলতা রয়েছে এমন জায়গার তালিকা প্রস্তুত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য এস্টেট শাখা হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	২. সড়কের মালিকানা নিয়ে সওজ অধিদপ্তরের ও জেলা পরিষদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	
	(গ) যশোর-বেনাপোল মহাসড়কটি ৪-লেন করা সম্ভব হচ্ছেনা বিধায় চলমান প্রসেস একজস্ট করার জন্য সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে।	(গ) বিষয়টি বাস্তবায়িত।	
	(ঘ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, বিভিন্ন সড়ক বিভাগের আওতায় উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধার করা জায়গার পরিমাণ এবং উদ্ধারকৃত জায়গা কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও দখলে রাখা হয়েছে তা মাঠপর্যায়ের দপ্তর সমূহের সাথে সমন্বয় করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য প্রত্যেক জোনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫টি জোনের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। বাকী ৫টির তথ্য শীঘ্রই পাওয়া যাবে। আগামী সভার পূর্বে সকল সড়ক জোনের প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) ১০ টি জোনের সমন্বিত প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করবে।	প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান- ক. গত ৪/০২/২০১৮ তারিখে হতে ০৫/০২/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নেত্রকোণা সড়ক বিভাগাধীন ময়মনসিংহ (ডিসি অফিস)- রঘুরামপুর- নেত্রকোনা- মোহনগঞ্জ- ধর্মপাশা- জামালগঞ্জ- সুনামগঞ্জ (নেত্রকোণা অংশ) সড়ক এর ৩৯তম কিলোমিটারে ঢাকা বাসস্ট্যান্ট অংশ, মুক্তারপাড়া ব্রীজ এর আশপাম এবং ৫২তম কিলোমিটারে ঠাকুরকোণা ব্রীজ এপ্রোচ সড়কের উভয় পার্শ্বে গড়ে ওঠা অবৈধ প্রায় ৮৫০টি স্থাপনা ভ্রমাণমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ১৫.০০ একর ভূমি দখলমুক্ত করা হয়।	(ক) উচ্ছেদ কার্যক্রমের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	খ. কল্যাণপুর সড়ক উপ-বিভাগীয় কার্যালয়ের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে উঠা স্থাপনা অপসারণের বিষয়ে চলমান মামলা সম্পর্কে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগযোগ করা হয়েছে। জবাব দাখিল করা হয়েছে। মামলা হওয়ার কারণ এবং মামলার সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আগামী সভায় অবহিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন।	(খ) ১. মামলার বিষয়, কারণ সংগ্রহপূর্বক এবং মামলা কোন্ পর্যায়ে রয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঢাকা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান- (ক) ১. গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ সড়ক বিভাগাধীন ঠাঁকুরগাঁও স্টেশন সড়ক (পুরাতন বাসস্ট্যান্ড হতে রেলওয়ে স্টেশন সড়ক) হতে সড়কে রাস্তার উভয় পার্শ্বে হতে সেমি পাকা দোকান, টিনসেড দোকান, খাবার হোটেল, ঔষধের ফার্মেসী, ফোন ফ্যাক্সের দোকান, কনফেকশনারী, ফলের দোকান, কাপড়ের দোকান, ইলেকট্রিক দোকান, সাব কাউন্টার, ১তলা ভবন, ২তলা ভবন, ৩তলা ভবন, ৪তলা ভবনসহ সর্বমোট ৫১৭টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ৫০.০০ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মুল্য প্রায় ১২০.০০ কোটি টাকার বেশী। ২. গত ২৭/০২/২০১৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা (যাত্রবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ মহাসড়কের ২৩তম কিলোমিটারে মোগড়াপাড়া মহাসড়কের উভয়পাশের সেমি পাকা দোকান, টিন সেড দোকান, খাবার হোটেল, ঔষধের ফার্মেসী, ফোন ফ্যাক্সের দোকান, কনফেকশননারী, ফলের দোকান, কাপড়ের দোকান এবং বাস কাউন্টারসহ সর্বমোট ২৬৭টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ২.০৫ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মুল্য প্রায় ১০.০০ কোটি টাকার বেশী।	(ক) উচ্ছেদ কার্যক্রমের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী জানান, কেরানীগঞ্জের ব্রীজ-২ এর দুই পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাধা প্রদানকারী সওজ অধিদপ্তরের ২ জন কর্মচারির সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। উক্ত কর্মচারিদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ও মামলার অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাধা প্রদানকারী সওজ অধিদপ্তরের ২ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ও মামলার অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
	খুলনা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জানান, ১৯/০২/২০১৮ তারিখে নড়াইল জেলার মাগুরা-নড়াইল আঞ্চলিক মহাসড়কের ৪৫তম কিলোমিটারে (ঘোড়াশাল মোড়) হতে ৪৭তম কিলোমিটার (নড়াইল পুরাতন বাসস্ট্যান্ড) পর্যন্ত সওজ এর রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা ১০টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে এবং ০.৬০ একর জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়েছে।	উচ্ছেদ অভিযানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: (ক) প্রধান প্রকৌশলী জানান, রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগের আওতাধীন সওজ অধিদপ্তরের কতটুকু জায়গা, স্থাপনা রয়েছে এবং সওজের জায়গা নিয়ে কোন মামলা রয়েছে কিনা সে সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন এস্টেট ও আইন কর্মকর্তার কার্যালয়, চট্টগ্রাম হতে পাওয়া গিয়েছে। শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক). প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	(খ) সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরে প্রেষণে পদায়নকৃত এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিক্ষেত্রের জন্য ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা প্রদানের নিমিত্ত গত ২৬/০২/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিক্ষেত্রের জন্য ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
১০.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড চিহ্নিত করে অপসারণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন কর্তৃক উচ্ছেদ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মহাসড়কের পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গা হতে ৫২টি বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে।	ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/ বিজ্ঞাপন বোর্ড চিহ্নিত করে অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
১১.	**ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর পরিশোধ :** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুযায়ী সওজের সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর নিয়মিত পরিশোধের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	সওজের সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর নিয়মিত পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (বাজেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১২.	**সওজ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণাগার এর নতুন জনবল কাঠামো তৈরি করা :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান যে, (ক) সওজ অধিদপ্তরের সড়ক গবেষণাগার ও সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়ে একটি উইং সৃজন সংক্রান্ত বিষয়ে সড়ক গবেষণাগার ও সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সকল উইংয়ের সাথে পৃথক পৃথক সভা সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২০/০৩/২০১৮ তারিখে সার্বিক সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের জন্য সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এ বিভাগের সকল অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবের সমন্বয়ে একটি সভা আহবান করা হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী সভার পূর্বেই একটি প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) সওজ অধিদপ্তরের সড়ক গবেষণাগার ও সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়ে একটি উইং সৃজন সংক্রান্ত প্রস্তাব আগামী সভার পূর্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, SASEC Road Connectivity Project-II এর আওতায় ওয়ার্কশপ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি এপ্রিলের ১ম সপ্তাহে ওয়ার্কশপ আয়োজনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(খ) এপ্রিল/২০১৮ মাসের ১ম সপ্তাহে একটি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
১৩.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** **ক. সওজ অধিদপ্তর** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান যে, (ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীনে বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সকল জোন প্রধানদের অনুরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক বিভাগ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য পরিদর্শন যানের সংখ্যা ৬০টি এবং মেরামত অযোগ্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সংখ্যা ৩১৫টি।	(ক) অমেরামতযোগ্য যন্ত্রপাতির তালিকা প্রস্তুত করে তা বিক্রির উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(খ) ১. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অকোজো গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট ও নিলাম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:	(খ) ১. কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাড়ী বিক্রয়ের জন্য বিধি মোতাবেক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মেরামত অযোগ্য গাড়ীর সংখ্য	সার্ভে রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য			নিলাম সংক্রান্ত	
	মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন	মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনেরর অপেক্ষায়	সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য প্রধান পকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ	বিক্রিত	বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন
১৭৩	১২১+৪০ =১৬১	মোট ৮টি ৮টি গাড়ির সার্ভে রিপোর্ট (পটুয়াখালী সড়ক বিভাগের) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে)	৪টি	৯৫টি	৬৬

২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম বিদ্যমান গাড়ীসমূহের মধ্যে হতে ২০১৫-১৬ সালে মেরামত অযোগ্য ১৭৩টি গাড়ী অকোজে ঘোষণা অনুযায়ী করা হয়। তন্মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬১টি গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে ৯৫টি বিক্রয় করা হয়েছে এবং ৬৬টি বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন। অবশিষ্ট ১২টি গাড়ীর সার্ভে রিপোর্টের মধ্যে ৮টি গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট (পটুয়াখালী সড়ক বিভাগের) মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় এবং ৪টি প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রক্রিয়াধীন।

(গ) ১. সওজ অধিদপ্তরের জন্য একটি রি-সাইক্লিং যন্ত্র কেনার জন্য টেকনিক্যাল স্পেফিকেশন কমিটি কর্তৃক টেকনিক্যাল স্পেফিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে রি-সাইক্লিং এর ডিপিপি প্রস্তুতের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

(গ) ১. রি-সাইক্লিং যন্ত্র কেনার ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ শেষ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

২. সওজ অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি তালিকা প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন। ইতোমধ্যে ঢাকা, গোপালগঞ্জ, খুলনা ও রংপুর জোনের আওতাধীন "গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যান্ত্রিক উইং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জোনের আওতাধীন প্রকল্পভূক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

২. অবশিষ্ট ৬টি জোনের আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার বিষয়টি প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যে সব জোনের যন্ত্রপাতি কেনার বিষয়টি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

৩. সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগসমূহে সচল গাড়ী ও যন্ত্রপাতিসমূহ রাখার জন্য প্রতিটি বিভাগে একটি করে শেড নির্মাণের নির্দেশনা বাস্তবায়নসহ সচল গাড়ী ও যন্ত্রপাতিসমূহ সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক জোনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৩. সচল গাড়ী ও সরঞ্জাম রাখার জন্য প্রতিটি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান

৪. সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগে উচ্ছেদ কার্যক্রমে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪. উচ্ছেদ কার্যক্রমে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হবে।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	৫. বগুড়া ফেরি বিভাগ বিলুপ্ত করে ফরিদপুর ফেরি বিভাগ সৃজন এবং ফেরি উপবিভাগ বগুড়া বিলুপ্ত করে রংপুর কারখানা উপবিভাগ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে চাহিত তথ্য প্রেরণের জন্য গত ০৭/০২/২০১৮ তারিখ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। সওজ অধিদপ্তর হতে এখনো তথ্য পাওয়া যায়নি। সভাপতি আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে তথ্যাদি প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	৫. আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	খ. বিআরটিএ: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান- (১) বিআরটিএ'র রাজস্ব খাতে যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রমাণকসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। টিওএন্ডইতে যানবাহন অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাব বিবেচনার লক্ষ্যে বর্তমানে টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহনের প্রমাণক হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের কপি এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত জিও এর কপি প্রেরণের জন্য অনুরোধের প্রেক্ষিতে তথ্যাদি ০৫/১১/২০১৭ তারিখে প্রেরণ করা হয়। ১৮/১২/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে পুনরায় কতিপয় তথ্যাদি চাওয়া হলে হালনাগাদ তথ্যাদিসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ জবাব প্রেরণের জন্য বিআরটিএ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) বিআরটিএ'র রাজস্ব খাতে যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- (২) গত ১৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ হতে বিআরটিএ'র পক্ষ হতে সারাদেশে এ্যাঙ্গোল, অননুমোদিত বাম্পার, ট্রাকের বডিতে সংযুক্ত চোখালো-ধারালো হুক এর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু কর্মপরিকল্পনাসহ প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। গাড়ীর এঙ্গোল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা খোলার অভিযান শুরুর পর এ যাবৎ সারাদেশে কতগুলি গাড়ীর এঙ্গোল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলা হয়েছে, বর্তমানে এ ধরণের গাড়ি আরও রয়েছে কি-না এবং পরবর্তী ৩ মাসের কর্মপরিকল্পনা আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় পুনরায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) ক. গাড়ীর এঙ্গোল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারক করতে হবে। খ. গাড়ীর এঙ্গোল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা খোলার অভিযান শুরুর পর এ যাবৎ সারাদেশে কতগুলি গাড়ীর এঙ্গোল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলা হয়েছে, বর্তমানে এ ধরণের গাড়ি আরও রয়েছে কি-না এবং পরবর্তী ৩ মাসের কর্মপরিকল্পনা আগামী সভার পূর্বে আবশ্যিকভাবে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/
১৪.	**ক. সম্পত্তি Software-এ এন্ট্রি সংক্রান্ত :** সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান যে, Software-এ মহাসড়ক/স্থাপনা ভিত্তিক ভূমির তথ্য এন্ট্রির কাজ চলমান রয়েছে এবং এন্ট্রির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য টেলিফোনে তাগিদ দেয়া হয়েছে।	ক. Software-এ মহাসড়ক/স্থাপনা ভিত্তিক ভূমির তথ্য এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন করে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
	খ. বিআরটিসি'র যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার বাস্তবায়ন: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়ারে নিয়মিত ডাটা এন্ট্রি দেয়া হচ্ছে এবং অভ্যন্তরীণ ডিপোভিত্তিক মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।	খ. যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়ারে নিয়মিত ডাটা এন্ট্রি এবং অভ্যন্তরীণ মনিটরিং জোরদার করাসহ ডিপোভিত্তিক মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১৫.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ সৃজন :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সহায়ক পদ সৃজনের নিমিত্ত চেকলিষ্টের শর্তানুযায়ী অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে গত ২৭/০২/২০১৮ তারিখ অভ্যন্তরীণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শীঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।	যথাশীঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	খ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ও ড্রাইভারের পদ সৃজন : সিনিয়র সহকারি সচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন শাখা) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জীপ গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ড্রাইভারের ৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে কোয়ারী করে। ২৮/০২/২০১৮ তারিখে কোয়ারির জবাব প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী,সওজ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জবাব পাওয়া যায়নি। আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে কোয়ারির জবাব প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে জবাব প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গ. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বিআরটিএ হতে পাওয়া গিয়েছে। শীঘ্রই তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ন করা হবে।	বিআরটিএ'র ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে নির্ধারিত ফরমে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
১৬.	**বিবিধ:** **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান যে, (১) ডিএসএল এর পাওনা বাবদ ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৮মাসে ৫ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। (২) যুগ্মসচিব (বিআরটিসি) জানান, প্রগতির পাওনাকৃত অর্থের পরিমান, সুদ ও আসল এর বিষয়ে প্রগতি ও বিআরটিসি'র মধ্যে মতপার্থক্য থাকায় একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটির'র রিপোর্ট ১৫/১১/২০১৭ তারিখে প্রগতির বোর্ড চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করা হয়। ০৩/১২/২০১৭ তারিখে প্রগতির বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভার কোনো কার্যাবিবরণী বা সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। (৩) ভলভো বাস নষ্ট হওয়ার কারণ এবং যথাসময়ে মেরামত না করার কারণ অনুসন্ধানের জন্য গঠিত কমিটি'র সকল সদস্য ১২/০২/২০১৮ তারিখে দ্বিতল বাস ডিপোতে উপস্থিত হয়ে ভলভো বাসগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে। বর্তমানে প্রতিবেদন তৈরীর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(১) ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) বিআরটিসি'র ক্রয়কৃত বাস বাবদ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর সুদ মওকুফের বিষয়ে প্রগতির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) ভলভো বাস নষ্ট হওয়ার কারণ এবং যথা সময়ে মেরামত না করার কারণ অনুসন্ধানের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা এবং বাস স্টপেজের সন্নিকটে বুথ চালু করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিআরটিসি'র মতিঝিল-নবীনগর রুটে পরিচালিত ১৫ (পনের)টি বাসে প্রয়োজনীয় ডিভাইস ও এর আনুসাঙ্গিক উপকরণসমূহ ডিটিসিএ হতে সংগ্রহপূর্বক অতিসত্বর রেপিড পাস সিস্টেম চালু করা হবে। সভাপতি কুড়িল থেকে ভূলতা-গাউছিয়া রুটে চলাচলরত BRTC বাসসমূহে Rapid Pass চালুর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, ডিটিসিএকে পরামর্শ প্রদান করেন। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারের নিমিত্ত- (ক) বিআরটিসি'র আব্দুলাপুর-মতিঝিল রুটে চলাচলরত বাসসমূহে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার সংক্রান্ত ষ্টীকার লাগানো হয়েছে। (খ) গুলশান সার্কুলার রুটে চলাচলরত ঢাকা চাকা'র গাড়ী সমূহে এবং র‍্যাপিড পাস ক্রয় ও রিচার্জের জন্য নির্ধারিত বাস স্টপেজগুলোতে যাত্রীসাধারণের জানার জন্য র‍্যাপিড পাস তথ্য সম্বলিত লিফলেট লাগানো হয়েছে। (গ) বিআরটিসি ও ঢাকা চাকা-র বাস স্টপেজে র‍্যাপিড পাস তথ্য সম্বলিত লিফলেট বিলি করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। (ঘ) উন্নয়ন মেলায় ডিটিসিএ অধিভূক্ত জেলাসমূহে র‍্যাপিড পাস এর রেপ্লিকা প্রদর্শনসহ লিফলেট বিলি করা হয়েছে। (ঙ) র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের পরিধি বৃদ্ধির জন্য হাতিরঝিল সার্কুলার রুটে চলাচলকারী বাস ও জলযানে ব্যবহারের বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এর সাথে আলোচনা চলছে। (চ) র‍্যাপিড পাস লোগো সম্বলিত স্টীকার ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লাগানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। (ছ) ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মাধ্যমে রাস্তায় স্থাপিত স্কীনে প্রচারণার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। (জ) বিজয় স্মরণি হতে ফার্মগেট হয়ে কাওরান বাজার এবং ইন্টারসেকশনে র‍্যাপিড পাস সংক্রান্ত ফেস্টুন লাগানো হয়েছে।	(ক) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কুড়িল থেকে ভূলতা-গাউছিয়া রুটে চলাচলরত BRTC বাসসমূহে Papid Pass চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গ. বিআরটিএ এবং ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : **বিআরটিএ:** (১) বিআরটিএ'র ভবন নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্যাকেজ-১ (সিভিল ওয়ার্কস অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রিফিকেশন, সেনেটারি, ফায়ার হাইড্রান্ট ও সিসি টিভি সিস্টেম) এর নির্মাণ কাজের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭২.৮৫% এবং বাস্তব কাজের অগ্রগতি ১০০%।	(১) বিআরটিএ'র ভবন নির্মাণ দ্রুত শেষ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	(২) প্যাকেজ-৫ (ইনটোরিয়র ডেকোরেশন): ফার্নিচার, কার্পেট ও পার্টিশন ওয়াল নির্মাণ কাজের দরপত্র মূল্যায়ন অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন। এ ছাড়াও বিদ্যুৎ সংযোজনের জন্য ডেসকো বরাবর আবেদন করা হয়েছে। এখনো সংযোগ পাওয়া যায়নি।	(২) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	
	(৩) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ'র নব-নির্মিত ভবন উদ্বোধনের লক্ষ্যে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সওজ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি আগামী ২২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্নের জন্য বিআরটিএ চেয়ারম্যানকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) আগামী ২২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে উদ্বোধনকে সামনে রেখে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	
	ডিটিসিএ: (১) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। গত ০৪/০২/২০১৮ তারিখ হতে সার্ভিংস পাইলের কাজ শুরু করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৫.৩৮%। বোরিং কাজ চলমান রয়েছে।	(১) নির্ধারিত সময়ে ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং)
	(২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ'র অনুকূলে অনুন্নয় খাতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ২য় ও ৩য় কিস্তি অর্থ ছাড়করণের সরকারি মঞ্জুরী পাওয়ায় সওজ অধিদপ্তর-কে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। গত ০৮/০১/২০১৮ তারিখ ডিটিসিএ হতে অর্থ ছাড়ের জন্য সিজিএ-তে বিল দাখিল করা হলে বাজেট বরাদ্দ অন লাইনে দাখিল না হওয়ার কারণে সিজিএ হতে বিলটি ফেরত পাঠানো হয়। মন্ত্রণালয় হতে অন লাইনে বিল দাখিল হওয়ার পর গত ২৬/০২/২০১৮ তারিখ অর্থ ছাড়ের জন্য সিজিএ-তে পুনরায় বিল দাখিল কবা হয়েছে। এখনও চেক পাওয়া যায়নি।	(২) ডিটিসিএ'র চাহিদা অনুযায়ী মন্ত্রণালয় হতে অর্থ ছাড়করণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
	ঘ. বেইলী ব্রীজ ধ্বসে পড়া: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সারাদেশে সওজ অধিদপ্তরের ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিতকরণ, ব্রীজের দুই প্রান্তে নির্দিষ্ট দুরত্বে সতর্কীকরণ/বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে। এছাড়া, জোনভিত্তিক বিধ্বস্ত বেইলী ব্রীজ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায়ের জোন অফিসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিধ্বস্ত বেইলী ব্রীজ সম্পর্কিত তথ্যাদি (বিশেষ করে মামলার বিষয়ে) চেয়ে ১৯/০২/২০১৮ মাঠপর্যায়ের সকল জোনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ১২টি সড়ক বিভাগ হতে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সভাপতি ওভার লোডেড গাড়ির জন্য ধ্বসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজের সংখ্যা এবং এর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে কি-না, কোন কোর্টে মামলা হয়েছে, বর্তমানে মামলার পরিস্থিতি কি ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি এবং মামলা করা না হয়ে থাকলে কেন মামলা করা হয়নি তার কারণসহ বিস্তারিত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য গুরুত্বারোপ করেন।	(১) সারাদেশে সওজ অধিদপ্তরের ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিত করতে হবে। নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ/বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড দিতে হবে। এ বিষয়ে সড়ক বিভাগ ভিত্তিক একটি প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
		(২) ওভার লোডেড গাড়ির জন্য ধ্বসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজের সংখ্যা এবং এর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে কি-না, কোন কোর্টে মামলা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি এবং মামলা করা না হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখসহ প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	ঘ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক ও কন্ডাক্টর এবং দীর্ঘ মেয়াদে লীজে প্রদানকৃত বিআরটিসি'র বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এছাড়াও স্থাপনা বকেয়া আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	বিআরটিসি'র সকল ধরণের বকেয়া আদায়ে তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঙ. সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:		
	(১) Annual Performance Agreement (APA) ২০১৬-২০১৭ : উপসচিব (বাজেট) সভায় APA'র অর্ধবার্ষিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে যে সমস্ত কর্মসম্পাদন সূচকের বাস্তবায়ন তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে সেগুলো উপস্থাপন করেন এবং তা বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি মার্চ ২০১৮ মাসের অগ্রগতির ওপর পৃথক সভা আহবানের জন্য গুরুত্বারোপ করেন।	এ বিভাগ ও অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার APA এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। আগামী মাসে মার্চ ২০১৮ মাসের অগ্রগতি বাস্তবায়নের ওপর একটি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৬-২০১৭ : উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি) জানান যে, এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাগসূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনার তৃতীয় প্রান্তিকের নির্ধারিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সে অনুযায়ী ১৭/০২/২০১৮ তারিখে এ বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে NIS বিষয়ে বিয়াম ফাউন্ডেমনে দিনব্যাপী ৪৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এ মাসে আরো ৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির প্রশিক্ষণ আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এ বিভাগের সকল স্টেক হোল্ডার নিয়ে ০৮/০৩/২০১৮ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক। তবে কয়েকটি কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়: ক. বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে অন-লাইন কনফারেন্স আয়োজন খ. ই-টেন্ডারের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন গ. দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত কার্যক্রম (যেমন ইলেকট্রোনিক উপস্থিতি, গণশুনানী ইত্যাদি) ঘ. ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন ঙ. এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে NIS কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা যথাযথ বাস্তবায়নে সহযোগিতা কামনা করা হয়।	এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনার তৃতীয় প্রান্তিকের নির্ধারিত কার্যক্রম যথাসময়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়নে সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (ডিটিসিএ)
	(৩) Grivance Redress System - GRS : অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান, ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে অনলাইনে ০৯টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। ০৯টি অভিযোগের মধ্যে ০৯টি অভিযোগেরই জবাব দেয়া হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশোধিত নির্ধারিত ছকে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসের তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রত্যোক দপ্তর/সংস্থার অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে মাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং তা সমন্বয় করে সভায় উপস্থাপনের ওপর সভাপতি পুনরায় গুরুত্বারোপ করেন।	ক. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। খ. অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। গ. প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে দাখিল করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট
	(৪) Integrated Budget Accounting System (IBAS^{++}) : উপসচিব (বাজেট) জানান, অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা কর্তৃক iBAS^{++} বাজেট বাস্তবায়নে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছেনা। প্রকল্পভিত্তিক User ID ও Password ইস্যুর লক্ষ্যে অর্থ বিভাগে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন প্রেরণ করা হবে।	iBAS^{++} এ বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুবিধার্থে প্রকল্প ওয়ারি User ID ও Password গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট/ উন্নয়ন) ও সকল সংস্থা প্রধান/উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট)
	(৫) Public Sevrice Innovation: Public Sevrice Innovation বিষয়টি পরবর্তী সভা থেকে এজেন্ডাভূক্ত করার জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	পরবর্তী সভায় বিষয়টি এজেন্ডাভুক্ত করতে হবে।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৬) **সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত:** ক. প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান এ মাসের শেষের দিকে অথবা এপ্রিলের ১ম সপ্তাহে সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এবং জুন মাসে এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে পৃথকভাবে দুটি ওয়ার্কশপ/সেমিনার/ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হবে। সভাপতি এক্সেল লোড কার্যক্রম বিষয়ে এপ্রিল ২০১৮ মাসের শেষ সপ্তাহে ওয়ার্কশপ/সেমিনার/ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করার পরামর্শ প্রদান করেন।	ক. সড়ক/মহসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল বিষয়ে এপ্রিল ২০১৮ সময়ের মধ্যে পৃথকভাবে ২টি কর্মশালা/সেমিনার/গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	খ. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, রোড সেফটি বিষয়ে আগামী মাসের মধ্যে ১টি কর্মশালা/সেমিনার/গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা হবে।	খ. রোড সেফটি বিষয়ে আগামী মাসের এপ্রিল মাসে ১টি কর্মশালা/সেমিনার/ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	৭. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: সভাপতি প্রতিটি সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, সর্বশেষ কাজের সময়, নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত ইনডেক্স (Index) তৈরির জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	গ. প্রতিটি সড়ক/ মহাসড়কের Index তৈরি করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব